বিজ্ঞানের যুবরাজ ইবনে সীনা

ইবনে সীনা বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি নক্ষত্রোজ্জ্বল নাম। আরব সভ্যতার খ্যাতিমান, মৌলিক ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। বিজ্ঞান চর্চায় মুসলমানদের নাম আসলে প্রথমেই তাকে স্মরণ করা হয়। পাশ্চাত্য দুনিয়াও তার মনীষা অবদানে প্রণত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার বই পাশ্চাত্যের চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অবশ্য পাঠ্য ছিলো। ইবনে সীনার মনীষী দ্যুতি হারিয়ে যায়নি আজও।

সংক্ষিপ্ত জীবনকাল

আবু আলী হোসাইন আবদুল্লাহ ইবনে সীনা ৯৮০ ঈসায়ী সনের আগস্ট মাসে বুখারার 'আফসানা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে ৬ বছর বয়সে তিনি স্কুলে ভর্তি হন এবং ১০ বছর বয়সে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ মুখস্থ করেন। এর মধ্যে তিনি আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করে ফেলেন। তৎপর বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট হতে ইসলামী, ফিকাহ ও কালাম শিক্ষা করেন। তিনি আবদুল্লাহ নাতিলীর নিকট দর্শন, জ্যামিতি এবং জ্যোতিষ বিজ্ঞানে দীক্ষা লাভ করেন এবং আপন প্রতিভাবলে এসব বিষয়ে তিনি তার শিক্ষককে ছাড়িয়ে যান। ঠিক এ সময়ে তিনি পদার্থবিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে গবেষণা ও অভিজ্ঞতায় লব্ধ জ্ঞানের পরিপূর্ণতা সাধন করেন।

কথিত আছে, যখন চিকিৎসা বিদ্যার অস্তিত্ব ছিলো না তখন হিপোক্রিটাস তা সৃষ্টি করেন; যখন তা ধ্বংস হয়ে যায় তখন গ্যালন এটাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। যখন এটা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তখন আল রাজী এটাকে সুসংঘবদ্ধ করেন; আর তা ছিলো অসম্পূর্ণ কিন্তু ইবনে সীনা এসেই তাকে পরিপূর্ণ রূপ দান করেন।

১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ইবনে সীনা রাত-দিন অধ্যয়নে মগ্ন থাকতেন। নিদ্রা যাতে জ্ঞানার্জনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য তিনি নিদ্রা প্রতিরোধকারী এক রকম পানীয় পান করতেন। তন্দ্রা এবং নিদ্রাবস্থায়ও তার

www.WaytoJannah.Com

মনে বিভিন্ন প্রশ্নের উদয় হত, এমনকি কোনো কোনো জিজ্ঞাসার সমাধান তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত হতেন।

ইবনে সীনা ইসমাঈলীয় প্রচারকদের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং তাদের কাছে গ্রীক দর্শন, জ্যামিতি ও গণিত শাস্ত্রে প্রভূত পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে লিখিত সকল গ্রন্থের পাঠ তিনি শেষ করেন। এরিস্টটল, ইউক্লিড এবং টলেমীর গ্রন্থাবলীর সাথে তিনি পরিচিত হন। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রকে পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন তিনি। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তার খ্যাতি এতই ছড়িয়ে পড়ে যে, সামানীয় সুলতান আরোগ্য লাভ করলে তিনি তাকে তার ইচ্ছা মাফিক যে কোনো কিছু দেবার ঘোষণা দেন। কিন্তু জ্ঞান পিপাসু ইবনে সীনা বাদশাহের নিকট লোভনীয় কোন কিছু না চেয়ে কেবল তার রাজকীয় মূল্যবান লাইব্রেরিতে অধ্যয়নের অনুমতি চান। সুলতান ইবনে সীনাকে তাঁর অভিপ্রায় মুতাবিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করেন। এতে তিনি এতই প্রীত হন যে, খাওয়া-দাওয়া নিদ্রা পর্যন্ত ত্যাগ করেন। এ সময় তিনি তার অপরিসীম বুদ্ধিমত্তা, অনন্য সাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং বোধশক্তির মাধ্যমে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু তার এ অবস্থা বেশি দিন যেতে না যেতে ২০ বছর বয়সে তার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি আরো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এর কিছুদিন পর সুলতান নূহের মৃত্যুতে। কারণ শাসনকর্তার মৃত্যুতে বুখারায় রাজনৈতিক গোলযোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে তিনি বুখারা ত্যাগ করেন।

১০০১ ঈসায়ী সনে ইবনে সীনা খারিজম পৌঁছেন। সেখানে আলী বিন মামুনের দরবারে আল বিরুনী, আল ইরাকী, আবুল খায়ের প্রমুখ পণ্ডিত ও সূফীদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। এখানে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি ইরাকে রওনা হন। কিন্তু এখানেও বেশিদিন অবস্থান করতে না পেরে ১০০৯ ঈসায়ী সনে জুরজানে গমন করেন। এখানে এসে তিনি আরেক সঙ্কটের কবলে পড়লেন। ১০১৫ ঈসায়ী সনে জুরজান হতে 'রায়' এ যাত্রাকালে 'দায়লাম-এ-বুয়াহ' রাজত্বের অবসানে যে সকল ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল তিনি সেসব অঞ্চলসমূহে এক সঙ্কটময় অবস্থার সম্মুখীন হন। এ সময় তিনি কখনো মন্ত্রী, কখনো চিকিৎসক, কখনো দার্শনিক এবং কখনো বা উপদেষ্টার

www.WaytoJannah.Com

কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১০২২ ঈসায়ী সনের শুরুতে তিনি বুয়াইদ আমীর আজাদুদ্দৌলার পৃষ্ঠপোষকতায় বাস করতেন। আমীর ছিলেন একজন জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তি। তিনি ইবনে সীনাকে যথেষ্ট সম্মান করতেন।

আমীরের কাছে থাকাকালে ইবনে সীনা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি ক্রমাগত কৃশ ও দুর্বল হয়ে পড়লে ইস্পাহানে গমন করেন। এখানে তিনি কিছুকাল ভালো থাকলেও পুনরায় হামাদান যাত্রা করেন। এখানে এসে তিনি তীব্রভাবে রোগাক্রান্ত হন। ফলে এ মহান বিজ্ঞানী ৪ রমাযান ৪২৮ হিজরী মুতাবিক, ১০৩৭ ঈসায়ী সনের জুন মাসে ইন্তেকাল করেন। হামাদানে এখনও তার কবর বিদ্যমান আছে।

ইবনে সীনা ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। ল্যাটিনে Avicenna এবং হিব্রু ভাষায় Aven Sina নামে পরিচিত। সর্ব বিদ্যায় পারদর্শী, দার্শনিক, চিকিৎসক, গাণিতিক, জ্যোতির্বিদ, ভাষাবিদ, জ্যামিতি, শিল্পকলা, ধর্মতত্ত্ব, সঙ্গীত এবং কাব্যের উপর তার ছিলো অগাধ পাণ্ডিত্য। এ সকল শাখার উপর তিনি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

ইবনে সীনার রচনাবলী

দু'টি ফার্সীতে রচিত গ্রন্থ ব্যতীত তার সবগুলো গ্রন্থ আরবীতে রচিত। পদ্যেও তার কিছু রচনাবলী আছে। তিনি ১২৫টি, কারো মতে ১৮০টি গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনে সীনার রচিত কতগুলো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নিম্নরূপ ঃ

১. কিতাব আশ্ শিফা : দর্শনের উপর একটি বৃহৎ বিশ্বকোষ। ১৮ খণ্ডে বিভক্ত এ রচনাটি তার অল্প বয়সের রচনা হলেও নিতান্ত বিশাল প্রকৃতির। মধ্যযুগের ইউরোপে এটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতো। মুসলিম বিশ্বে এটি এখনও একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। ১৩০৩ হিজরীতে তেহরানের লিথো প্রেসে এর কয়েক খণ্ড মুদ্রিত হয়। এর কোনো কোনো খণ্ডের অনুবাদ ল্যাটিন ভাষায়ও আছে। এতে তিনি সমগ্র দর্শন ছাড়াও ন্যায়শাস্ত্র এবং অধিবিদ্যার উপর আলোচনা করেন।

২. আল কানুন ফিত্ তীব : চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর লিখিত তার বিশ্ব বিশ্রুত গ্রন্থ। চিকিৎসা শাস্ত্রের এই বিশ্বকোষ ইউরোপে Canon of Medicine নামে

www.WaytoJannah.Com

পরিচিত। ইবনে সীনার আরবী পদ্ধতির শীর্ষস্থানীয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কানুন চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শল্যবিদ্যা সম্পর্কীয় এক পরিপূর্ণ বিশ্বকোষ। এ গ্রন্থে রোগ, ঔষধ ও অসংখ্য রোগের চিকিৎসার সমাধান দেয়া হয়েছে। এ গ্রন্থে রোগ নিবারণ ও ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধেও বিশদ আলোকপাত করা হয়েছে। ভেষজ দ্রব্যগুণ বিষয়ে ঔষধসমূহের যথার্থ তত্ত্ব এবং ভেষজবিদ্যার অনুসরণীয় পদ্ধতিসমূহের একটি নকশাও তিনি এতে অঙ্কন করেছেন।

ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে 'আল কানুন' এর প্রভাবকে অতিরঞ্জিত করা যায় না। স্যার টমাস ক্লিফোর্ড আলবুট Encyclopaedia Britanica' তে বলেন, 'ইবনে সীনার 'কানুন' হিপোক্রিটাস (চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক) এবং মধ্যযুগীয় দিকপাল গ্যালেনের কৃতিত্বকে ম্লান করে দিয়েছিল'। অধ্যাপক হিট্টি বলেন, 'দ্বাদশ শতক হতে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত পশ্চিমা দেশগুলোতে এ গ্রন্থটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রধান পথ প্রদর্শক ছিলো। মুসলিম বিশ্বে এখন পর্যন্ত বিশেষ করে ইউনানী পদ্ধতির এটি প্রধান প্রামাণ্য গ্রন্থ'। Dr. William Osler 'The Evolution of Modern Medicine' নামক গ্রন্থে ইবনে সীনার আল কানুন সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'এটি যে কোন গ্রন্থের তুলনায় দীর্ঘতর সময় মেডিকেল বাইবেলরূপে রয়েছে'। পশ্চিমা বিশ্বে ইবনে সীনা এতবেশি সম্মানিত যে চিকিৎসা অনুষদের বিরাট হল ঘরে তার প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছে।

মুদ্রণ পদ্ধতির আবিষ্কারের ৩০ বছর পর ১৪৭৬ ঈসায়ী সনে রোম হতে এটি ৪ খণ্ডে মুদ্রিত হয়। 'কানুন' এর ল্যাটিন অনুবাদ সর্বপ্রথম Cremonese এর Gherardo করেন, ভেনিস ১৫৪৪ ঈসায়ী সনে কয়েক খণ্ড অনুবাদ ঈসায়ী সনে ১৫ শতক শেষ হওয়ার পূর্বে মুদ্রিত হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে 'আল কানুন' ২০ বারেরও বেশি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়। সম্ভবত আজ পর্যন্ত চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর লিখিত এত জনপ্রিয় এবং বহুল পাঠ্য গ্রন্থ রচিত হয়নি।

৩. আল্ আদাবিয়াতুল কলবিয়া : চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর লিখিত ইবনে সীনার দ্বিতীয় পুস্তকের নাম। Bilge যা তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং আরবী মূল ইবারতসহ ইবনে সীনার নবম শতবার্ষিকীতে স্মৃতিপুস্তক হিসেবে প্রকাশিত হয়।

www.WaytoJannah.Com

৪. রেসালায়ে ফিল হিকমা ওয়াত তাবয়ীয়াহ : পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত এ গ্রন্থে তিনি পদার্থবিদ্যা, নভোমণ্ডলীয়, পদার্থসমূহ, মানবীয় বৃত্তি সম্বন্ধে, চিন্তামূলক ও সীমা নির্দেশক বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া শাস্ত্র, চুক্তি, বর্ণমালা সম্বন্ধে এতে পৃথক পৃথক প্রবন্ধমালা রয়েছে।

৫. উয়ূন আল্ হিকমাত : দশ খণ্ডে বিভক্ত দর্শনের উপর লিখিত গ্রন্থ।

এছাড়া সাদিদীয়া, দানেশ্‌নামা, কিতাবু লিসানুল আরাবী ফিল্ লুগাত, কিতাবুল হাইয়ান ওয়ান নাবাত, আন্ নাজাত, আল্ আনমাতুছ ছালাছাল আখিরা, রিসালাতুজ-জাওয়ারা ইত্যাদি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সম্ভারের মধ্যে অন্যতম। এসব গ্রন্থ রচনা ছাড়া তিনি বিজ্ঞান ও দর্শনের উপর অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেন। তবে তার শ্রেষ্ঠ অবদান হলো 'আশ্ শিফা' এবং 'কানুন ফিততীব'। এ দু'টি গ্রন্থের জন্য তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

ইবনে সীনার দর্শন

মুসলিম জাহানের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ হিসেবে ইবনে সীনা ছিলেন প্রাচ্যে শেষ এবং শ্রেষ্ঠ এরিস্টটলীয় দার্শনিক। তার প্রচেষ্টায় এরিস্টটলীয় দর্শন চর্চা সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়েছিল। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ফারাবীয় শিষ্য। তিনি প্রথমে দর্শন বহু চেষ্টার পরেও বুঝতে পারছিলেন না। পরে ফারাবীর রচনাবলী পাঠের ফলে তিনি এরিস্টটলের গভীর দার্শনিক চিন্তাধারায় প্রবেশ করেন। ফারাবীর রচনাবলীই তাকে দার্শনিক মানস গঠনে সহায়তা করে এবং তিনি এরিস্টটলের গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রদানে অনুপ্রাণিত হন। তিনি তাঁর সঞ্চিত জ্ঞানের মাধ্যমে এরিস্টটল এবং প্লেটোর দর্শনের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আপন চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করেন। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাবলী এবং মতবাদ সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে নিজস্ব দার্শনিক চিন্তাধারাকে নতুনরূপে সাজান। তার ধারণা যে, দর্শন ধর্ম হবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। দর্শনের কাজ যুক্তির সাথে ঈমানের সমন্বয় সাধন নয়; বরং যুক্তির সাহায্যে জীবনের সমস্যাবলীর ব্যাখ্যা করাই এর কাজ। ইবনে সীনার মতে, দর্শন চর্চার মাধ্যমেই পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন সম্ভব।

আল্লাহ সম্পর্কে ইবনে সীনার মতবাদ হচ্ছে, আল্লাহ অপরিহার্য সত্তা। তিনি

www.WaytoJannah.Com

কাল, সীমা ও গতির উর্ধ্বে। তার মতে দু'ধরনের সত্তা আছে– 'সম্ভাব্য' ও 'অপরিহার্য'। সম্ভাব্য সত্তা অপর কোনো সত্তা হতে বিকাশ লাভ করে; কিন্তু অপরিহার্য সত্তা সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোনো কিছুর সাথে এটি সম্পর্কিত নয়। একাধিক বা একটি কারণ হতে সম্ভাব্য সত্তা জন্মলাভ করে; পক্ষান্তরে অপরিহার্য সত্তা কোনো কারণজাত নয়। সম্ভাব্য সত্তা ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু অপরিহার্য সত্তা চিরন্তন। এই অপরিহার্য সত্তা-ই মহান আল্লাহ। অপরিহার্য সত্তার সংজ্ঞামাত্র একটি। সত্তার গুণাবলী তার অস্তিত্বের সাথে অভিন্ন। ইবনে সীনা তার দার্শনিক মতবাদে 'আত্মার' উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ 'The Healing' মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র করে তার আত্মা সম্পর্কীয় মতবাদের উদ্ভব। তার মতে, দেহ ও আত্মার অপরিহার্য কোনো পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। আত্মা একটি অবিনশ্বর সত্তা এবং এটি আল্লাহর নিকট হতে এসেছে, দেহের কোনো অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। তার মতে, সকল সত্তার মৌলিক কারণ আল্লাহ। সমস্ত জড় জগৎ আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। কেননা, তিনি ব্যতীত কোনো অস্তিত্বই রূপ লাভ করতো না।

মানব সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্লেটোর মতবাদ অধিকাংশ আরব দার্শনিক মেনে নিলেও ইবনে সীনা তা গ্রহণ করেননি। তার অভিমত হলো, আত্মাসমূহ অন্তকাল পূর্ব হতেই তৈরি হয়ে আছে। মৃত্যুর পরেও পুনরুত্থান সম্বন্ধে তিনি ইসলামের 'প্রত্যাবর্তন' সূত্রই অনুসরণ করেন। এরিস্টটলের অনুসারী হলেও ইবনে সীনা আল্লাহ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কীয় প্রশ্নে গ্রীক দর্শনের ভিন্ন মত পোষণ করতেন। এরিস্টটলের মতবাদ হলো– 'জগৎ চিরন্তন। আল্লাহ বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা নন; বরং তার গতিধারার নিয়ন্ত্রক'। পক্ষান্তরে ইবনে সীনা বলেছেন যে, এই বিশ্ব অনন্ত এবং তা 'আদি কারণ' আল্লাহর সৃষ্টি। এই সূত্রই কার্যকারণের যুগপৎ ঘটমান প্রকৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করে।

ইবনে সীনা ও পদার্থবিদ্যা

ইবনে সীনার নিকট পদার্থবিদ্যা একটি চিন্তামূলক শিল্প। যার দ্বিবিধ বিষয়বস্তু আছে। (১) বাস্তবে স্থিত বস্তুসমূহ এবং (২) ধারণাগত বস্তুসমূহ। পদার্থবিদ্যায় তিনি গতি, মিলন, শক্তি, শূন্যতা, অসীমতা, আলোক ও উত্তাপ

www.WaytoJannah.Com

সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আলোক অনুভূতির কারণ যদি আলোক কেন্দ্র হতে আলোক কণা বিচ্ছুরণ হেতু হয় আলোকের গতি সসীম থাকবে। তিনি নির্দিষ্ট ওজনের আলোচনাও করেছেন। 'তিসআ রিসালা ফি হিকমাতি ওয়াত তারয়িয়াহ' নামক গ্রন্থে তিনি পদার্থবিদ্যা বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার পৃথক পৃথক আলোচনা করেছেন। ইবনে সীনার মতে, ধাতুসমূহের পরস্পর রূপান্তরকরণ সম্ভব নয়, কেননা এরা মূলত বিভিন্ন। মনে হয়, তিনি যেন ধাতুর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তার প্রবন্ধ 'মা দুনিয়াত' (খনিজ পদার্থসমূহ) ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে ভূতত্ত্ব বিষয়ে ধ্যান-ধারণার একমাত্র উৎস ছিলো।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ইবনে সীনা

পর্যবেক্ষণ বিশুদ্ধ করতে হলে বিশুদ্ধভাবে গণনা করার উপযোগী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনা করতে গিয়ে বিশুদ্ধতর গণনা করার উপযোগী যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের চিন্তাই ইবনে সীনাকে প্রথমে পেয়ে বসে। এই বিদ্যার প্রতি তার এতই অনুরাগ ছিলো যে, শেষ বয়সে তিনি গতিশীল পরিমাপ যন্ত্রেরও ন্যায় (Vernier) সূক্ষ্ম গণনা করার উপযোগী একটি যন্ত্রও আবিষ্কার করেন। এর মাধ্যমে যেন যান্ত্রিক সংযোজন নিখুঁতভাবে হয়ে থাকে। এ শাস্ত্রে ইবনে সীনার প্রভূত জ্ঞান ছিলো। তিনি কয়েকটি জ্যোতিষ্ক-বিক্ষণাগার স্থাপন ছাড়াও হামাদানে কয়েকটি মানমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন।

মনোবিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় ইবনে সীনা ক্রমানুসারে উদ্ভিদ মন (নফসে নাবাতি) হতে আরম্ভ করেও জীবন মন (নফসে হাইওয়ানি) এবং জীবন মন হতে আরম্ভ করেও মানব মন (নফসে ইনসানী) অথবা (নফসে নাতেকা) এর দিকে অগ্রসর হয়েছেন। মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে তার লিখিত গ্রন্থের নাম 'কিতাব আন্ নফস'।

ক. উদ্ভিদ মনে বিভিন্ন শক্তি কাজ করছে। যথা : খাদ্য সংগ্রহণী শক্তি, প্রজনন শক্তি।

www.WaytoJannah.Com

খ. জীব-মন দু'টি শক্তি। অনুভব এবং গতিশক্তি নিয়ে তা গঠিত। গতিশক্তি আবার দু'ভাগে বিভক্ত। উদ্দীপক শক্তি– যার কাজ শক্তি উৎপাদন করা এবং কর্মশক্তি- স্নায়ুমণ্ডলী এবং গোস্ত পেশির উপর ক্রিয়াশীল।

গ. মানবীয় মন নিজ প্রাথমিক অনুভূতিগুলোকে বুদ্ধি ও বিভিন্ন পর্যায়ে পৌঁছাবার জন্য বিভিন্ন গুণ অর্জন করে। তা বাহ্যিকও হতে পারে এবং অভ্যন্তরীণও হতে পারে। বাহ্যিক গুণাবলীর প্রথমটি হলো মনঃসৃষ্টি Phantasy এবং তা ঐ সমস্ত দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায়। এর পরবর্তী গুণাবলীগুলো হলো– রূপায়ণ শক্তি, কল্পনা শক্তি, ধারণা শক্তি ও স্মরণ শক্তি। ইবনে সীনার মতে এগুলো মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সাথে সম্পর্কিত।

শরীয়ত ও সূফীতত্ত্ব

ইবনে সীনা তার 'ইশারাত' গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে 'মাকামাতুল আরেফীন' তথা তত্ত্বজ্ঞানী আলোচনা প্রসঙ্গে তাসাউফ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তার মতে, তত্ত্বজ্ঞানী তিনিই যিনি মানতিক ও ইল্‌ম-এর পথ হতে সরে এসে 'হাকীকত'-এর নৈকট্য ও মিলন লাভ করে আল্লাহর রাজ্যে উপনীত হন। আরিফগণের কয়েকটি ঘাঁটি পার হতে হয় এবং তার বিভিন্ন স্তরও রয়েছে। এ সমস্ত পর্যায়গুলোর মধ্যে রয়েছে– অনাসক্ত জীবন, সংযমশীলতা, কৃচ্ছ্রতা সাধন, মৌলিক স্বীকৃতিকে ক্রমে মিলনজনিত বিস্মৃতির অবস্থায় পরিণত করা। প্রখ্যাত সূফীতত্ত্ববিদ আবু সাঈদ আবুল খায়েরের নিকট লিখিত ইবনে সীনার পত্রাবলী তাসাউফের প্রতি তার অনুরাগের সাক্ষ্য দেয়। এ বিষয়ে তার লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে– 'ইশক, রিসালা ফি মাহিয়্যাতিস সলাত এবং কিতাব ফি মানাজ জিয়ারা'। তন্মধ্যে ৪টি পুস্তক লাইডেন হতে ১৮৯৪ ঈসায়ী সনে এবং Mehren কৃত ফরাসী ভাষায় অনুবাদ ও মূল ১৮৯৯ ঈসায়ী সনে প্রকাশিত হয়েছে।

ইবনে সীনার ঐশীতত্ত্ব ফারাবী এবং রাসাইলু ইখওয়ানিস সাফা-এর সমন্বয়ে গঠিত। দার্শনিক স্বীকার করেন যে, আকলের সাথে ঈমান থাকা আবশ্যক। ইবনে সীনার মতে, ঈমান আকলের পরিপূর্ণ রূপ : সুতরাং

www.WaytoJannah.Com

ঈমানই আকলকে পূর্ণতা দান করে। তার মতে, শরীয়ত হিকমতের বিপরীত নয়। তার অস্তিত্ব পরস্পরের জন্য আবশ্যক।

ইবনে সীনা আরো বলেন, রাসূলগণের মর্যাদা দার্শনিকদের উর্ধ্বে এবং ওহীর স্থান হলো এক মহান এবং উন্নত অনুভূতির। ওহী, ইলহাম এবং স্বপ্ন আল্লাহর প্রজ্ঞার অংশবিশেষ। তার মতে শরীয়তের কাজ হলো– 'মানব জাতি সংশোধন'। প্রশাসনিক এবং আধ্যাত্মিক এ দ্বিবিধ উপায়ে শরীয়তের কাজ সংগঠিত হয়। এদের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য নবীগণ যেভাবে ইখতিয়ার প্রাপ্ত তা সাধারণ মানুষের জন্য নয়। শরীয়ত এবং প্রজ্ঞা (হিকমত) এর ব্যাপারে ইবনে সীনা শরীয়তের নিকটতর। এ জন্য তার সমস্ত দর্শন ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ধর্মতত্ত্বের সাথে মিশেছে।

ইবনে সীনার ধর্মবিশ্বাস

ইবনে সীনার পরিবার ছিলো শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। তিনি সেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও শিয়া আকীদা ও বিশ্বাস গ্রহণ করেননি বলে নিজেই উল্লেখ করেছেন। তিনি কোন মাজহাবের অনুসারী ছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে তার গ্রন্থ 'রেসালায়ে জুদীয়া' (ফার্সী ভাষায় রচিত) এর ৭২ পৃষ্ঠাব্যাপী উর্দু ভূমিকা রচনা করতে গিয়ে হাকীম সৈয়দ জিল্লুর রহমান, (রিসার্চ অফিসার, মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলীগড়) লিখেছেন– 'মুহিউদ্দীন ইবনে আবিল ওয়াফা 'আল জওয়াহেরুল মুজিয়া ফি তব্কাতিল হানাফিয়া'- নামক গ্রন্থে ইবনে সীনাকে হানাফী আখ্যায়িত করে শুধু এতটুকু লিখেছেন যে, তিনি হামাদানে ইন্তেকাল করেন' (পৃষ্ঠা-২৩)।

ইবনে আবিল ওয়াফা (হি. ৬৯৬/৭৭৫) ইবনে সীনাকে হানাফী মাজহাবের অনুসারী বলে তার ধর্মীয় আকিদা বিশ্বাসের আরো একটি দিক তুলে ধরেছেন। হানাফী ওলামাদের উপর রচিত এই গ্রন্থটির নাম হতেই প্রমাণিত হয় যে, ইবনে সীনাকে এর অন্তর্ভুক্ত করে তাকে হানাফী মাজহাবের অনুসারীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। ইবনে সীনার রচনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তার সমগ্র রচনার মধ্যে শুধু ৬৮টি গ্রন্থ ধর্ম সংক্রান্ত। হামদর্দ তিব্বীয়া কলেজ করাচির সাবেক অধ্যাপক খাজা বরজওয়ান আহমদ

www.WaytoJannah.Com

ইবনে সীনার 'আকীদা ও মাজহাব' সম্পর্কে লিখেছেন, 'তার রচনাবলী থেকে জানা যায় যে, তিনি শিয়া সুন্নীর বন্ধন থেকে মুক্ত ছিলেন এবং যখনই তাঁর প্রয়োজন হতো, সমস্যাগুলোর সমাধানে মস্তিষ্ক অস্থির হয়ে যেতো তখন তিনি বুখারার জামে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতেন, আবার চলে আসতেন। তিনি সেখানে শুয়ে পড়তেন অথবা মোরাকাবায় ধ্যান মগ্ন হতেন'। হাকীম রেজওয়ান এতদসংক্রান্ত ইবনে সীনার একটি পত্রের উল্লেখ করেন, যা তিনি ইবনে আবুল খায়ের সূফীকে লিখেছিলেন। এতে তার আকীদা-বিশ্বাসের সম্যক পরিচিতি পাওয়া যায়। চিঠিটির একটি উদ্ধৃতি এরূপ : 'বন্ধু আবু সাঈদ! তোমার জাহের-বাতেন, আউয়াল-আখের একমাত্র আল্লাহর দিকে হওয়া উচিত। ... আল্লাহ পাক পবিত্র এবং বে-আইব, দোষমুক্ত, যিনি গোপনে এবং প্রকাশ্যেও আছেন। তিনি প্রত্যেক বস্তুতে বিরাজমান জ্ঞানগতভাবে এবং তার নূর সকল বস্তুতে বিদ্যমান রয়েছে। যা এটা প্রমাণ করে যে, তিনি সর্বদা একক। তোমার জানা আবশ্যক যে, সকল কাজের মধ্যে নামায সর্বোত্তম, আর রোযা হচ্ছে সবচেয়ে আরামদায়ক। অনুরূপভাবে সদাকা সকল পুণ্যের অধিকতর উপকারী পুণ্য। রিয়া সকল কাজ বিনষ্টকারী এবং জ্ঞান শ্রেষ্ঠত্বের মূল আর মারেফাত হচ্ছে সব কিছুরই উর্ধ্বে...।

ইবনে সীনা একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। দার্শনিক মতবাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, তার ঈমান নিয়ে বিভিন্ন সময় সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে। কিন্তু তার সিরিয়াস রচনাসমূহের মাঝেও ধর্মীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ধর্মহীনতার অভিযোগ তার সময়েও উত্থাপিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে ইবনে সীনা দুঃখ পেয়েছিলেন। লিখেছিলেন চতুষ্পদী নিম্নোক্ত কবিতা–

আমাকে কাফের বলা কখনো সহজ নয় অতো
ধর্মে আস্থা দৃঢ়তর, আমার আস্থার এই মতো।
ব্যক্তি বিশ্বে আমি অপরূপ, আমি যদি ধর্মহীন,
তাহলে কোথাও নেই একটিও মুসলিম মু'মিন।

ইবনে সীনা ইসলামের সাধারণ ইবাদতসমূহ নিষ্ঠাসহকারে পালন করতেন।

www.WaytoJannah.Com

কোন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জটিলতার সমাধান করতে না পারলে তিনি প্রার্থনার জন্য মসজিদে ছুটে যেতেন। তিনি একজন উঁচু স্তরের আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন।

তার ধর্মচিন্তার মধ্যে সব সময় ঐক্য প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। শরীয়ত এবং প্রতিভার ব্যাপারে ইবনে সীনা শরীয়তের নিকটতর। তার সমগ্র দর্শন শেষ পর্যন্ত মিশেছে ধর্মতত্ত্বের সাথে।

তাওহীদ সম্পর্কে তার বক্তব্য ছিলো যৌক্তিক ও সাযুজ্যপূর্ণ। ইবনে সীনার বক্তব্য হলো, এক হতে অনেক হতে পারে কিন্তু অনেক হতে এক হতে পারে না। কারণ অনেকের মধ্যে কেউ আগে, কেউ পরে আসবে। এক পর্যায়ে যদি দু'টি সত্তারও আবির্ভাব হয় তার মধ্যেও একটি আগে ও অন্যটি পরে হবে। আর দু'টি যদি সমশক্তি সম্পন্ন হয় তবে দু'টোর সংঘাতে একটি কার্যকর এবং একটি অকার্যকর হয়ে পড়বে। এ ক্ষেত্রে এক সত্তাই সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। তাই একত্ববাদের ধারণাই সঠিক।

ইবনে সীনার সামগ্রিক পরিচয় বিস্তৃত আলোচনার দাবী রাখে। বহুমুখী বিষয়ে তার অসামান্য মনীষার দ্যুতি ছড়িয়েছিল। তিনি একটি মহাজীবনের অধিকারী ছিলেন। জগৎ ইতিহাসের এই অসামান্য জ্ঞান সাধক ও বিজ্ঞানের যুবরাজ জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্য ৬টি মূল্যবান উপদেশ রেখে গেছেন। পরিশেষে আমরা সেগুলোর উল্লেখ করছি–

১. এমন কিছু অন্বেষণ করো না, যা দ্বারা তুমি লজ্জিত বা অপমানিত হবে।

২. এমন কিছুতে বিশ্বাসী হয়ো না– যার দ্বারা তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. হয় তুমি বিচক্ষণ বা মেধাবী হও, নতুবা শক্তিশালী হও। এর একটির অন্যথা হয়ো না।

৪. এমন কিছুর বিশ্বাসী হয়ো না– যার ফলে তুমি সাধারণ মানুষের দিকে ধাবিত হবে।

৫. নাস্তিক্য দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না।

৬. এমন কিছু অন্বেষণ করো– যা তোমাকে দেয়া হবে।

www.WaytoJannah.Com

ইউরোপীয় রেনেসাঁয় ইবনে সীনার প্রভাব

ইউরোপে রেনেসাঁর যুগে ইবনে সীনার বহু গ্রন্থ প্রথমে ল্যাটিন এবং পরে অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়। ৭১২ হতে ১০০৫ ঈসায়ী সন পর্যন্ত টলেডো মুসলমানদের অধীনে থাকায় এখানে যেমন প্রচুর আরবী গ্রন্থ জমা হয়েছিল, তেমনি এখানকার শিক্ষিত খ্রিস্টান, ইহূদীরাও আরবী ভাষায় বেশ লব্ধ হয়ে উঠেছিল। এ সুযোগে স্পেনের প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ রেমণ্ড (১১৩০ ঈসায়ী সন) আরবী গ্রন্থ ল্যাটিন অনুবাদের জন্য একটি অনুবাদ কেন্দ্র স্থাপন করেন। ইবনে সীনার 'কানুন' ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় অনূদিত হয়। তার বহু গ্রন্থ ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয় এবং ইউরোপীয় রেনেসাঁর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তে স্পেনীয় মুসলমানদের সহায়তায় ঘুমন্ত ইউরোপ আস্তে আস্তে চোখ মেলতে শুরু করে। দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রকৃত জাগরণ আসে। এ শতকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়। ত্রয়োদশ শতকে তা আরো প্রবলতর হয়। একে J.J. Washk একে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ বলতেও কুণ্ঠিত হননি। এখান থেকেই ধীরে ধীরে ইউরোপের আধিপত্য আরম্ভ হয়। তারা প্রাচ্যের এতদিনকার সযত্নে পোষিত ও বর্ধিত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নিজের করায়ত্ত করে ফেলে এবং দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। ত্রয়োদশ শতকে ইউরোপে নতুন সভ্যতার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়– আর এ বুনিয়াদের ভিত্তি ছিলো মুসলিম সভ্যতার উপর।

www.WaytoJannah.Com